নগর সংবাদ

এলজিইডির আওতাধীন
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট (UMU)
এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৮ : সংখ্যা ২৮
এপ্রিল-জুন ২০১২

NAGAR SANGBAD
A QUARTERLY UMU
PUBLICATION OF
LGED

Vol. VIII No. 28
April-June 2012

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- কক্সবাজার পৌরসভায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান
- নাচোল পৌরসভার আয়োজনে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১২' উদ্‌যাপন
- নওগাঁ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ নজমুল হক-এর সাক্ষাৎকার
- ইউপিপিআরপি'র মিডটার্ম রিভিউ
- দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প পরিদর্শনে এডিবি মিশন
- জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মতবিনিময় সভা
- ইউপিপিআর প্রকল্পের আওতায় খুলনা শহরে বস্তিবাসী নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্যোগ
- আরএমএসইউ, ঢাকা অঞ্চলের পৌর কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- "মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ শহরের পরিবেশ ও সৌন্দর্য উন্নয়ন
- জিআইজেডের সংগে ইউজিআইআইপি-২ এর ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর
- খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্পের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

নগর সংবাদ

www.lged.gov.bd

রংপুর অঞ্চলে পিপিআর-০৮ ও এমএসইউ/ইউএমএসইউ কার্যক্রমের ওপর পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি আয়োজিত কর্মশালায় মেয়রগণের প্রতি রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব

পৌরসভার দক্ষ জনবল কর্তৃক নাগরিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে টেকসই নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডির মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীসহ মেয়র, কাউন্সিলর ও জনগণের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। সম্প্রতি দেশের কয়েকটি অঞ্চলে পিপিআর-০৮ এর ওপর পৌরসভার মেয়রগণের অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়। গত ০২ জুন ২০১২ তারিখে রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের কর্মশালাটি রংপুর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এবং রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রংপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরিফুজ্জামান। রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের রিজিওনাল মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট এবং আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের ধারাবাহিক কার্যক্রমের ওপর উপস্থাপনা করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট, জনাব মোঃ নূরুল্লাহ।

পরবর্তী অধিবেশনে পিপিআর-০৮ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সদর দপ্তর থেকে আগত নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল কাদির। তিনি পিপিআর-০৮ এর প্রয়োগ কৌশল বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধান অতিথি জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান সম্মানিত মেয়রগণের উদ্দেশে বলেন, সরকার বিভিন্ন ভাবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তিনি সকল ধরনের বিল বকেয়া রাখার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ প্রদান করেন। পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের হারকে একটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়রগণকে পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) থেকে প্রাপ্ত অর্থ পৌরসভাকে আয় বর্ধনমূলক খাতে ব্যয় করার পরামর্শ প্রদান করেন। উপস্থিত মেয়রগণের পক্ষ থেকে সরকারী দপ্তরের ট্যাক্স বকেয়া থাকার বিষয়টি সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সচিব মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান শহরের উন্নয়নের জন্য নগর পরিকল্পনার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। পৌরসভাকে আগামী দশ বা বিশ বছর পর কেমন দেখতে চাই, তার পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি পৌরসভার বিভিন্ন বিষয়ে মেয়রগণের সাথে মত বিনিময় করেন এবং দিক-

৩য় পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়

পৌরসভার কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততার ধারাবাহিকতা

পৌরসভা একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ দ্বারা পরিচালিত। ইতোপূর্বে পৌরসভাসমূহ-১৯৭৭ সালের অর্ডিন্যান্স অনুসারে পরিচালিত হতো। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ প্রণয়নের পূর্বে পৌরসভার কার্যক্রমে নাগরিকদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি মূখ্য ছিল না। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বর্তমানে শতকরা ২৭ ভাগ লোক নগর এলাকায় বাস করে, যার পরিমাণ ৪ কোটি ১১ লক্ষ। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% হলেও নগর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫%। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালে নগর এলাকায় বসবাসরত লোকের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ।

একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌর এলাকার নাগরিকদের অবকাঠামো উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণ, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃংখলা রক্ষা করা পৌরসভার দায়িত্ব। নাগরিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘনবসতির কথা চিন্তা করে পৌরবাসীর চাহিদা অনুসারে অগ্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৌরসভার কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯১ সালে বাস্তবায়িত মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-১ (STIDP-I) বাস্তবায়নের পরে মূল্যায়ণ পর্যায়ে পৌরসভার চারটি প্রধান দুর্বল দিক দৃষ্টি গোচর হয়। তা হলো আর্থিক দুর্বলতা, জনবলের অভাব, জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের অভাব এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভার জবাবদিহিতার অভাব।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরবর্তীতে মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (STIDP-II)-এর আওতায় ১৯৯৫ সালে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "পৌরসভা সাপোর্ট ইউনিট (PSU)" গঠনের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের (MSP) মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রিয়ভাবে মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (CMSU) ও ছয়টি অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (RMSU) গঠন করা হয়। একই কাজের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়িত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (UGIIP) আওতায় ২০০৩ সালে চারটি অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (RUMSU) গঠন করা হয়।

পৌরসভাসমূহের কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে পৌর নাগরিক ও উপকারভোগীদের (Stakeholder) অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) ও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC) গঠন ও পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ৬৩ সদস্যবিশিষ্ট নগর সমন্বয় কমিটি গঠনপূর্বক মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের সহায়তায় পৌরসভা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পৌরসভার তৃণমূল পর্যায়ে মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের মাধ্যমে শহর এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য পাইলট ভিত্তিতে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বগুড়া শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০০৪ সালে বগুড়া পৌরসভার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয় এবং প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পরেও বগুড়া পৌরসভা নিজস্ব তহবিলে স্থানীয় চাহিদা অনুসারে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১০১টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ বাড়ী বাড়ী থেকে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের কাজটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে। দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP-2) প্রস্তুতকরণের কারিগরী সহায়তা টিম বগুড়া পৌরসভায় গঠিত কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের কার্যক্রম পরিদর্শন করে প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভায় ১৭৫০টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠনের বিষয়ে প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভায় ১৭৫০টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয়। ২০১১-১২ আর্থিক বছরে মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট প্রকল্পের (MSP-2) কারিগরী সহায়তায় ৫০টি পৌরসভায় পাইলট হিসেবে প্রতিটি পৌরসভার জন্য তিনটি করে তৃণমূল পর্যায়ে ১৫০টি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয়।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ প্রণয়ন কমিটি সার্বিক তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাই করে ইতোপূর্বে প্রকল্পের আওতায় পাইলট ভিত্তিতে গঠিত TLCC ও WLCC কে পৌরসভা আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটির জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি আইনে অন্তর্ভূক্ত করে। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সকল পৌরসভায় নগর সমন্বয় কমিটি ও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী নির্ধারণপূর্বক পরিপত্র জারী করা হয়।

পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সাধারণ পৌরবাসীর মধ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নের বিষয়ে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে পৌরসভাসমূহে ২০০১টি CBO গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এর নির্দেশনা অনুসারে তৃণমূল পর্যায়ে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ সাধারণ মানুষের চাহিদাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে WLCC ও পৌরসভা পর্যায়ে কেন্দ্রিয়ভাবে TLCC সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলে পৌরসভা একটি জবাবদিহিমূলক ও সেবাপ্রদানকারী সংস্থা হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পারবে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টির উপর বিভিন্ন উন্নয়নসহযোগী সংস্থা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ভবিষ্যতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের মাধ্যমে প্রকল্প পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের কৌশল গ্রহণ করেছে। জনগণই সকল কর্মকাণ্ডের সুফলভোগী। পৌরসভা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এ সন্নিবেশিত কমিউনিটি সম্পৃক্ততার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করলে পৌরসভা পর্যায়ে একটি সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে। ■

কক্সবাজার পৌরসভার সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ৩০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে সমাপ্ত হওয়া ব্লক, বাটিক ও সেলাই এর উপর তিন মাসব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সদ্য সমাপ্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ।

কক্সবাজার পৌরসভায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতাধীন কক্সবাজার পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পৌরসভার নিজস্ব তহবিলের আওতায় চালু হওয়া সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গত ৩০ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ব্লক, বাটিক ও সেলাই এর উপর তিন মাসব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার পৌরসভার সম্মানিত মেয়র জনাব রাজ বিহারী দাশ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। উল্লেখ্য গত ১৬ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে চালু হওয়া এই সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতি ব্যাচে ষাট জন দরিদ্র বেকার পৌর নারী অংশগ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে। ■

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১২ উপলক্ষে গত ৫ জুন ২০১২ তারিখে নাচোল পৌরসভা আয়োজিত র‍্যালীতে সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।

নাচোল পৌরসভার আয়োজনে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১২' উদ্‌যাপন

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধিতে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গত ৫ জুন ২০১২ তারিখে নাচোল পৌরসভার আয়োজনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১২ উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ ছিলো পরিবেশ সম্পর্কিত ইস্যুগুলোকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে স্থায়ী পরিবেশ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গঠন। এ উপলক্ষে নাচোল পৌরসভা, র‍্যালী ও আলোচনাসভার আয়োজন করে। র‍্যালীটি পৌরসভা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌরসভায় এসে শেষ হয় এবং পৌরসভা চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মানিত পৌর মেয়র জনাব আব্দুল মালেক চৌধুরী এবং জিআইসিডি ফ্যাসিলিটেটরগণ সভায় পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। ■

এলজিইডি আয়োজিত কর্মশালায় মেয়রগণের প্রতি রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধির আহ্বান

১ম পৃষ্ঠার পর

নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মশালায় রংপুর অঞ্চলের গাইবান্ধা, দিনাজপুর, রংপুর, পার্বতীপুর, সেতাবগঞ্জ, বিরামপুর, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, সৈয়দপুর ও লালমনিরহাট পৌরসভা এবং রাজশাহী অঞ্চলের গোদাগাড়ী, বগুড়া, শেরপুর, পাবনা, ঈশ্বরদী, বেড়া, সুজানগর, চাটমোহর, সাথিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, শাহাজাদপুর, উল্লাপাড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, গুরুদাশপুর, সিংড়া ও নওগাঁ পৌরসভার সম্মানিত মেয়রবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চল: গত ৫ মে ২০১২ তারিখে সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের MSU-UMSU- র আওতাভূক্ত পৌরসভার মেয়রবৃন্দের অংশগ্রহণে কুমিল্লা এলজিইডি মিলনায়তনে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, UMSU জনাব মোঃ নূরুল্লাহ'র সভাপতিত্বে MSU-UMSU-র কার্যক্রম ও পিপিআর-২০০৮-এর ওপর অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক কুমিল্লা, জনাব মোঃ রেজাউল আহসান উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় উপ-পরিচালক জনাব এ কে এম রশিদ আহম্মদ স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি ইতোপূর্বে কার্যক্রম শুরু করে যার সুফল এখন অনেক পৌরসভা পেতে শুরু করেছে।

কর্মশালার মূল পর্বে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ওপর জনাব পি.কে চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক, এসআরআইআইপি, MSU-UMSU এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের ওপর জনাব মোঃ নূরুল্লাহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক UMSU, স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা)-২০০৯ এর প্রয়োগ কৌশল এর ওপর জনাব মোঃ হারুনুর রশীদ আজাদ, মেয়র নোয়াখালী পৌরসভা, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, মেয়র চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা এবং পৌরসভা পরিচালনায় প্রশাসনিক বিষয়সমূহের ওপর জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ আলোকপাত করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মেয়রবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে প্রধান অতিথি বলেন, পৌরসভা পরিচালনায় প্রশাসনিক কিছু দুর্বলতা রয়েছে যা দূরীকরণে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তদুপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে পৌরসভা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পৌরসভাসমূহকে ডিজিটালাইজড, জনকল্যাণমূলক, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য MSU-UMSU বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। বিশেষ অতিথি জেলা প্রশাসক কুমিল্লা, জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বলেন, এ ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে মেয়রদের কাজের স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

বরিশাল, খুলনা এবং ফরিদপুর অঞ্চল: ২৬ এপ্রিল ২০১২ তারিখে বরিশাল, খুলনা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ওপর দিনব্যাপী অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (পৌর) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর, জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব ফরাজী সাহাবউদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফরিদপুর অঞ্চল উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় MSU-UMSU এর ধারাবাহিক কার্যক্রম ও ৩ অঞ্চলের পৌরসভাসমূহের অগ্রগতি তুলে ধরেন UMSU এর পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। স্থানীয় সরকার আইন (পৌরসভা)-২০০৯ এর প্রয়োগ কৌশল, পৌরসভা পরিচালনায় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ, পৌর কার্যক্রমে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮" এর প্রয়োগের বাস্তবতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা হয় এবং মেয়রগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন। ■

নওগাঁ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ নজমুল হক-এর সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোর নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো রাজস্ব আদায় কম হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা, যা পৌরসভার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায়। তাছাড়া দক্ষ কর্মীর অভাবে পৌরবাসী কাংখিত পৌরসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ভৌত অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ও যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, যানজট ও জলাবদ্ধতা, পানীয় জলের অভাব, অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হচ্ছে পৌর মেয়রকে।

নওগাঁ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে মেয়রের ভিশন কী? তিনি কী ভাবছেন? কিভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবেন সেই পরিকল্পনার কথাই বলছেন তিনি এই সাক্ষাৎকারে।

নওগাঁ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ নজমুল হক

নওগাঁ পৌরসভার রূপকল্প (ভিশন) কী?

ছোট যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত নওগাঁ পৌরসভা সুপরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমে মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে উঠবে। যেখানে নাগরিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে পরিবেশ বান্ধব তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর যোগ্য সেবাসমূহ, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, পয়ঃ নিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও বাস্তব সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকবে।

আপনার এই রূপকল্প বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ কী কী?

উন্নততর নাগরিক সেবা জনগণের দোড় গোড়ায় পৌছানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল সমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে ঃ

• প্রশাসনিক ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন।
• কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।
• মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী আবাসন ব্যবস্থাপনা।
• আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পয়ঃ নিষ্কাশনসহ পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা।
• কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল হিসেবে বালুভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডকে আধুনিক বাস টার্মিনালে রূপান্তর করা।
• স্যানিটেশন ব্যবস্থা শতভাগ নিশ্চিতকরণ।
• ই পি আইসহ সকল স্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
• চিত্তবিনোদনের জন্য পি,এম স্কুলের শিশু পার্কটির সৌন্দর্য বর্ধন।
• তৃণমূলসহ সকল পর্যায়ের নাগরিকদের সমন্বয় ঘটিয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন।

কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের উপায়সমূহ কী কী?

• বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নীতিনির্ধারণে সঠিক দায়িত্ব পালন করলে প্রশাসনিক উন্নয়ন সম্ভব।
• বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা।
• হতদরিদ্র লোকদের চিহ্নিত করে এবং বিনামূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহ করে স্যানিটেশন শতভাগ নিশ্চিত করা।
• প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কমকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
• সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রেখে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।
• বিভিন্ন পেশাজীবির মতামত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য মুখ্য ভূমিকা রাখা।

রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে পৌরসভা পরিচালনায় একজন দক্ষ পরিচালক হিসেবে আপনার ভূমিকা কী?

• রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নওগাঁ পৌরসভার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন,২০০৯ ও সরকারী বিধি-বিধান অনুযায়ী দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় সরকারের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। নাগরিক সমাজ ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে পৌরসভার কাজের গতি ত্বরান্বিত করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।
• পৌরসভাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মহলের সংগে যোগাযোগ করে প্রকল্পসহ অনুদান আনায়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। একটি মডেল পৌরসভা হিসেবে রূপদান করার অভিপ্রায়ে রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংগে নিয়মিত আলোচনা সহ আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিশ্চিত করার চেষ্টাও অব্যাহত রেখেছি।
• আমার দক্ষ নেতৃত্বে পৌর এলাকায় জন্ম গ্রহণকারী সকল শিশুর ৪৫ দিনের মধ্যে অন লাইনে জন্মনিবন্ধন ও সনদপত্র সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্প কর্তৃক 'জাতীয় জন্ম নিবন্ধীকরণ দিবস ২০১২' উপলক্ষে পৌরসভা পর্যায়ে নওগাঁ পৌরসভা প্রথম পুরস্কার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

আপনার দৃষ্টিতে পৌর প্রশাসন পরিচালনায় প্রধান সমস্যাসমূহ কি কি?

পুরাতন নিয়মেই পৌরসভা পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত ব্যবস্থাপনার বেড়াজাল হতে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। দায়িত্ব নেয়ার পরপরই প্রশাসন পরিচালনায় অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সংকট প্রথমে আমার গোচরীভূত হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব লক্ষনীয়। MSU কর্তৃক যদিও পৌর কর, পানির বিল, ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারাইজেশন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে নানাবিধ সমস্যার কারণে আদায় কার্যক্রম মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আনুতোষিকসহ ভবিষ্য তহবিলের বিপুল অংকের অর্থ বকেয়া ছিলো। প্রতিনিয়ত এই সমস্যাগুলো নিয়ে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

পৌর প্রশাসন পরিচালনায় কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের উপায় কী কী?

• আমি মনে করি নিম্নবর্ণিত উপায় অবলম্বন করে সমাধান করা যেতে পারে ঃ
• কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা।
• খাত ভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের কৌশল নির্ধারণ করা।
• আদায় কার্যক্রমের গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে তদারকীর ব্যবস্থা রাখা।
• সরকারী নীতিমালা সঠিকভাবে অবলম্বন করা।
• রাজস্ব আহরণে হোল্ডিং ট্যাক্স পাঁচ বছর পরপর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা থেকে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা।
• পৌরসভা আদর্শ কর তফশীল/২০০৩-এ নতুন নতুন আইটেম সংযোজনসহ পাঁচ বছর পর পর প্রণয়ন করা।
• অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করে তা নির্মূল করা।
• কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন, আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের আলাদা আলাদা হিসাব থাকা প্রয়োজন।
• পৌরসভার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারী ভাবে পৌরসভাকে চাহিদা মাফিক বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।
• জরুরী ভাবে পৌরসভাগুলোতে জীপ-গারবেজ ট্রাক, রোডরোলার অনুদান হিসেবে সরবরাহ করা।

পৌরসভার নাগরিকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ সেবাসমূহকে অগ্রাধিকার দিবেন? এবং কেন?

• নওগাঁ পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট, রাস্তার দুপাশে ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সহ শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, আয়রণ মুক্ত পানি সরবরাহ করা, রাত্রি বেলা যাতায়াতের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত সড়ক বাতির ব্যবস্থা, সরকারী স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন, চাহিদামত বিভিন্ন সনদপত্র প্রদান ও জলাতংক রোগ প্রতিরোধে কুকুর নিধন ও মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং মাস্টার প্ল্যানকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করি।

আমি মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে খরা মৌসুমসহ অদ্যাবধি পানির সমস্যা দূরীকরণে ২৫টি নলকূপ স্থাপন ও ২৫টি স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন, গভীর নলকূপ ০১টি স্থাপন, পানির লাইন সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন, রাস্তা ১৬ টি ও ০৩টি ড্রেন করা হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রোধে পৌরসভার সকল কার্যক্রম ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে কম্পিউটারায়ণ করা সহ বিলিং-এ পরিচালিত হচ্ছে।

পৌরসভার কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততার (Community Participation) বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে পৌর পরিষদ। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর বিধি ১৯ ও বিধি ১১৫ অনুযায়ী যাথারীতি WLCC ও TLCC তে সকল পেশাজীবি জনগণের অন্তর্ভুক্তিপূর্বক কমিটি গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া CBO এর উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনগণের সংগে আলোচনা করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও ট্যাক্স নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন করা হলে সফলতার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেশী হবে বলে আমি মনে করি।

আপনার পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে মতামত দিন।

• নওগাঁ পৌরসভার স্থায়ী কমিটির সভাসমূহ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করাসহ পরবর্তী মাসিক সভায় উপস্থাপন পূর্বক বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পৌরসভার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রগতি সম্পর্কে বলুন।

• ০৩ (তিন) টি পুরাতন গারবেজ ডাম্প ট্রাক ও ০৫ (পাঁচ)টি ভ্যানগাড়ি দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলি নিয়মিত পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত ঝাড়ুদারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চলছে। তাছাড়া প্রতিনিয়ত শহরের ছোট বড় ড্রেনগুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং সাথে মশক নিধনের ঔষধ স্প্রে করা হচ্ছে।

দারিদ্র নিরসনে পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ কী?

• দারিদ্র নিরসনে ইউপিপিআর প্রকল্পের মাধ্যমে মঠ পর্যায়ে দরিদ্র/হতদরিদ্রের সমন্বয় ঘটিয়ে CDC কমিটি গঠনপূর্বক তাদের মাঝে এককালীন অনুদান, শহরের বর্ধিত ও বস্তি এলাকায় বহু ছোট ছোট রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারসহ নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে টিউবওয়েল স্থাপন এবং ল্যাট্রিন প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া আর্থিক সাহায্য ও রিলিফ দেওয়া হচ্ছে।

আমি মনে করি, পৌরসভার গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি পৌরসভায় সরকারীভাবে বিভিন্ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা অত্যাবশ্যক। পৌরসভা প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় সরকারের একটি স্তর হলেও নিজস্ব অর্থায়নে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানসহ সার্বিক কার্যক্রম করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত পৌরসভাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এহেন সমস্যা উত্তরণে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাসহ উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে আরও সরকারী বরাদ্দ প্রয়োজন। ■

ইউপিপিআরপি'র মিডটার্ম রিভিউ মিশন গত ২৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে টাঙ্গাইল পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড হাটজিং সিডিসি পরিদর্শনকালে কমিউনিটি এ্যাকশন প্লান নিয়ে সিডিসি সদস্যদের সাথে আলোচনারত।

ইউপিপিআরপি'র মিড টার্ম রিভিউ

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি) বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দারিদ্র বিমোচন উদ্যোগ। ডিএফআইডি,ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ইউএনডিপি ও এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি জুলাই ২০০৭ সালে শুরু হয় এবং মার্চ ২০১৫ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। গত ২৫ এপ্রিল থেকে ০৯ মে ২০১২ পর্যন্ত ইউপিপিআরপি'র মিডটার্ম রিভিউ সম্পন্ন হয়। উক্ত মিডটার্ম রিভিউ মিশনের উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ নির্ণয় করা ঃ ১। ওভারঅল রেলিভেন্স, ২। ইফেক্টিভনেস,৩। ইফিসিয়েন্সি, ৪। রেজাল্ট এন্ড ইমপ্যাক্ট ৫। সাসটেইনেবিলিটি। রিভিউ মিশনের লক্ষ্য ছিলো আউটপুটের বিপরীতে প্রোগ্রেস, অপটিমাম রেজাল্ট এবং ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ফর মানি নিশ্চিত করার জন্য পরিবর্তনের সুপারিশ। এছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও লক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলোঃ- ১। প্রজেক্টের পারফরমেন্স নির্ণয়-লগফ্রেম এবং প্রত্যাশিত রেজাল্ট এর বিপরীতে, ২। নতুন ৭টি শহরে সম্ভাব্য সম্প্রসারণের সুপারিশ ও অগ্রগতি নির্ণয়, সাসটেইনেবিলিটি এবং পুরাতন শহর থেকে ফেইজ আউট, ৩। লেসন লার্নিং এবং শেয়ারিং , ব্যাপক পলিসি প্রভাবিত করায় ইউপিপিআরপি'র ভূমিকা নির্ণয়, ৪। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কার্যকারিতা , ডিএফআইডি/ইউএনডিপি/জিওবি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভ্যালু ফর মানি, ইফিসিয়েন্সি, রিস্ক নির্ণয়।

পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট রিভিউ মিশন ডিএফআইডি,ইউএনডিপিও ইউপিপিআরপি'র প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। ঢাকার মিরপুরের রহমত ক্যাম্প, টাঙ্গাইল, টঙ্গি ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন বস্তি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং বস্তিবাসী কমিউনিটির (সিডিসি) নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। এছাড়া এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথেও পৃথক পৃথক বৈঠকে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

মিডটার্ম রিভিউ মিশন ইউপিপিআরপির পারফরমেন্সে সন্তোষ প্রকাশ করে 'এ' গ্রেডিং করেন। ফলে ইউপিপিআরপি কার্যক্রম যথারীতি চলবে। ■

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প পরিদর্শনে এডিবি মিশন

গত ২০ এপ্রিল ২০১২ থেকে ২৬ এপ্রিল ২০১২ তারিখ পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মিডটার্ম রিভিউ মিশন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্পভুক্ত কয়েকটি পৌরসভা মাঠ পর্যায় পরিদর্শন করেন। মিশন বেনাপোল, বাগেরহাট, ঝালকাঠী, ভোলা, ফরিদপুর ও ভাংগা পৌরসভার মাঠ পর্যায়ের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ও বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। এসময়ে বেনাপোল, বাগেরহাট, ফরিদপুর, ঝালকাঠীতে বিশেষ টিএলসিসি সভায় অংশগ্রহণ করে সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। এছাড়া বেনাপোল পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও জেন্ডার কর্মসূচীর আওতায় পৌরসভার নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও পরিদর্শন করেন।

এডিবি ম্যানিলার চীফ আরবান প্ল্যানার মিঃ নরিও সাইটু ও এডিবি বাংলাদেশ মিশনের জিএপি, রিসেটেলমেন্ট স্পেশালিস্ট, সিনিয়র এনালিস্টসহ ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মিশনে অংশগ্রহণ করেন। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, এডিবি ঢাকার সিনিয়র প্রজেক্ট ইমপ্লিমেনটেশন অফিসার মিশনের নেতৃত্ব দেন। মিশন শেষে গত ৭ মে ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত WRAP-UP সভায় প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ■

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মিডটার্ম রিভিউ মিশন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের পূর্ত কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। মিশনকে বেনাপোল পৌরসভার ড্রেন ও ফুটপাত নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ

তায়েবা আফসিন সুবহা

রিজিওনাল আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (RUMSU), রংপুর অঞ্চলে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর কন্যা তায়েবা আফসিন সুবহা (৮), জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা সিমেন্ট শিশু কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-২০১২ এর ক বিভাগে নাটোর জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সে সকলের দোয়া প্রার্থী। ■

ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভ

মুহাঃ আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ

মুহাঃ আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ, ছারছীনা দারুসসুন্নাত কামিল মাদ্রাসা থেকে ২০১১ সালের জুনিয়র দাখিল অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পেয়েছে। তার বাবা মুহাঃ জসিম উদ্দিন, সিও, এলজিইডি, হিজলা, বরিশালে কর্মরত আছেন। মা একজন আদর্শ গৃহিণী। সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চায়। ■

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মতবিনিময় সভা

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের আওতায় গত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার জন্য প্রণীত খসড়া মাস্টার প্ল্যানের ওপর পৌরসভা মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রণীত খসড়া মাস্টার প্ল্যানে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমির ব্যবহার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নানাবিধ উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং পরিকল্পনার নীতিমালা ও কৌশল রয়েছে যা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, পৌর মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ, এলজিইডি'র প্রতিনিধি, সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ ও নগর পরিকল্পনাবিদ, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের টিম লিডার, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি, সমাজকর্মী এবং সর্বসাধারণ তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন, জেলা প্রশাসক জনাব ভোলা নাথ দে, পুলিশ সুপার মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা পরিষদ প্রশাসক মেজর (অবঃ) আলিমুজ্জামান জোয়ার্দার, পৌর মেয়র জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক (প্রাঃ) লিঃ ইতোমধ্যে নওগাঁ পৌরসভার জন্য একটি খসড়া মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শেষ করে। উক্ত খসড়া মাস্টার প্ল্যানের বর্তমান ও ভবিষ্যত সার্বিক উন্নয়ন প্রস্তাবনা নিয়ে পৌর মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দের সাথে বিষদভাবে আলোচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলটেক (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে টিম লিডার জনাব মোঃ শওকত আলী খান এবং এলজিইডি'র প্রতিনিধি, সিনিয়র নগর পরিকল্পনাবিদ, জনাব মোঃ খলিলুর রহমান ও নগর পরিকল্পনাবিদ, জনাব বিভাস দাস গত ১৩ মার্চ ২০১২ তারিখে স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এর সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। তিনি প্রণীত এই খসড়া মাস্টার প্ল্যানে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমির ব্যবহার, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নানাবিধ উন্নয়ন প্রস্তাবনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেন। জনাব জলিল নওগাঁ পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের এই সময়োপোযোগী উদ্যোগের জন্য এলজিইডি এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতি সত্বর প্ল্যানটি চূড়ান্ত করার আহ্বান জানান। ■

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার জন্য প্রণীত খসড়া মাস্টার প্ল্যানের ওপর আয়োজিত মতবিনিময় সভা

নওগাঁ পৌরসভার জন্য প্রণীত খসড়া মাস্টার প্ল্যানের ওপর আয়োজিত মতবিনিময় সভা

ইউপিপিআর প্রকল্পের আওতায় খুলনা শহরে বস্তিবাসী নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্যোগ

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন গ্রীনল্যান্ড বস্তি এলাকাটি নিম্ন আয়ের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র ও অতি দরিদ্র মানুষের বসবাস। অতি জীর্ণ-শীর্ণ বাড়ী ঘর ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বঞ্চিত এলাকাটিতে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বসবাস, যার অধিকাংশ পরিবার নারী প্রধান। এলাকায় কোন হাট বাজার না থাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য তাদের অভাবনীয় কষ্ট হতো। এ সমস্যার কথা বিবেচনা করে খুলনা সিটি কর্পোরেশন, ইউএনডিপি, ইউকেএইড ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প হতে বিভিন্ন অবকাঠামো সংবলিত একটি মহিলা মার্কেট (বউ বাজার) উন্নয়ন করে। যেখানে এই দরিদ্র ও অতি দরিদ্র নারীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার জন্য উক্ত প্রকল্প হতে এককালীণ তিন হাজর থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করে। বর্তমানে সেখানে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে প্রায় ষাট জন মহিলা ক্ষুদ্র ব্যবসা (মাছ, মাংস, তরিতরকারী ইত্যাদি) পরিচালনা করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

১০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিম্নোক্ত অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ করা হয়ঃ

- ৪টি মার্কেট শেড (১২মিঃX৪মিঃ)
- ১০০মিঃ ফুটপাথ
- ১০০মিঃ ড্রেন
- ১টি গভীর নলকূপ (৩০০মিঃ)
- ২টি ল্যাট্রিন
- ২টি ইউরিনাল।

সাসটেইনেবিলিটি ও রেজিলিয়েন্সি এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এখানে মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়। উক্ত মার্কেট ভৈরব নদীর পাড়ে অবস্থিত হওয়ায় এখানে অবকাঠামো সাসটেইনবিলিটি'র সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো লবণাক্ততা প্রতিরোধ। তাই এটা মোকাবেলা করার জন্য আরসিসি কলামে পিভিসি পাইপ দিয়ে স্থায়ী কেসিং এবং রঙ্গিন সিআই সিট রুফিং দেওয়া হয়েছে। মার্কেট শেডের আরসিসি কলাম খুব বেশী ভালনার্বল। অনেক সময়ই দেখা যায় মার্কেট শেডের কলাম ফেটে যেতে কিংবা ভেঙ্গে যেতে। এখানে সাইক্লোনসহ জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা বেশী, যে কারণে লোহার ট্রাসের সাথে রঙিন সিআই সিট রুফিং লাগানো হয়েছে।

এই বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছেঃ

- দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের একত্রিতকরণ/ সংগঠিত হতে সহায়তা করেছে।
- নারীর সামাজিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।
- নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি ও ক্ষমতায়ণ হয়েছে।
- নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নারীর জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অর্থনৈতিকভাবে নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে।
- বাজারের পরিবেশগত অবস্থা, ভৌত অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ■

অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ঢাকা অঞ্চল) এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, এমএসইউ, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

আরএমএসইউ, ঢাকা অঞ্চলের পৌর কর্মকর্তাগণের জন্য বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিশ্বব্যাংক সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গঠিত MSU-কর্তৃক পরিচালিত RMSU, ঢাকা অঞ্চলের অধীন নতুন অন্তর্ভূক্ত CBO এর সভাপতি ও সম্পাদক এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবগণের এক দিন ব্যাপী কমিউনিটি মবিলাইজেশন কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মশালা গত ১২ মে ২০১২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার সভাপতি জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, এমএসইউ, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা, এমএসইউ এর আওতায় কমিউনিটি মবিলাইজেশন কার্যক্রমের ওপর আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, এলজিইডি, ঢাকা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বলেন, রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী CBO এলাকায় মাদকসেবন, চুরি ও ছিনতাই সমস্যার সমাধান করতে হবে। স্বাগত বক্তব্যে উপ-পরিচালক, আরইউএমএসইউ, ঢাকা অঞ্চল, জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। ■

"মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" এর মাধ্যমে গোপালগঞ্জ শহরের পরিবেশ ও সৌন্দর্য উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে "মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ৮.৩২ কি:মি: নদী পূন খনন, ২ লেন বিশিষ্ট ২টি দৃষ্টি নন্দন সেতু, ১ লেন বিশিষ্ট ৬টি সেতু, ১৬ কি:মি: সংযোগ সড়ক, ৭.৫০ কি:মি: ফুটপাথ, ৫টি ঘাট, ৩.৫ কি:মি: নদীর পাড় সংরক্ষণ এবং ১টি পার্ক নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পের এ সকল অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে গোপালগঞ্জ শহরের নদীর উভয় পাড়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়নসহ নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। ■

"মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় নির্মিত দৃষ্টি নন্দন সেতু এবং ঘাট নির্মাণ ও পাড় সংরক্ষণ কাজের অংশ বিশেষ

জিআইজেডের সংগে ইউজিআইআইপি-২'র 'ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর

গত ২৭ জুন ২০১২ তারিখে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে জার্মান সরকারের কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান জিআইজেড ও ইউজিআইআইপি-২এর মধ্যে 'ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট' শীর্ষক এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের পাশপাশি পৌরসভাসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২.৫ মিলিয়ন ইউরো সম পরিমাণ অর্থের এই চুক্তির মাধ্যমে পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী ও পৌরসভায় নিয়োজিত কর্মকর্তা,কর্মচারী, মেয়র, কাউন্সিলর এবং জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

এই চুক্তিতে এলজিইডির পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও জিআইজেড এর পক্ষে এ্যাক্টিং কান্ট্রি ডিরেক্টর পারমিতা সেনগুপ্তা স্বাক্ষর করেন। এসময়ে জিআইজেডের ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট Mr. Christof Sonderegger, সাধনা মহল, উর্ধ্বতন উপদেষ্টা, নগর দারিদ্র ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), প্রকল্প পরিচালক ইউজিপ-২ সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ■

স্বাক্ষরিত 'ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট' হস্তান্তর করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও জিআইজেডের এ্যাক্টিং কান্ট্রি ডিরেক্টর পারমিতা সেনগুপ্তা।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্পের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার এলজিডি'র আওতায় খিলগাঁও ফ্লাইওভারের একটি লুপ নির্মাণের (সায়েদাবাদ প্রান্তে) কাজ হাতে নিয়েছে। ফ্লাইওভার লুপটির মোট দৈর্ঘ্য ৬১৫.২৬ মিঃ এবং চুক্তি মূল্য ৪৩.৫৯ কোটি টাকা। গত ১৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান WMCG-NAVANA (JV) এর সাথে এলজিইডি'র এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য প্রকল্পটি গত ২৬ অক্টোবর ২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২০১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রগতি সরণি ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চল (মাদারটেক, বাদামতলী, বাসাবো, সিপাহীবাগ) হতে আগত বিপুল সংখ্যক যানবাহন মতিঝিল/রাজারবাগ সরাসরি যাতায়াতে ফ্লাইওভার ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সায়েদাবাদ প্রান্তে লুপটি নির্মিত হলে বর্তমান ফ্লাইওভারের যানবাহন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চলাচলে পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে। খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তে লুপটি যুক্ত হলে ঢাকা মহানগরীর খিলগাঁও রেল এবং রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন হবে। ■

গত ১৯ এপ্রিল ২০১২ তারিখে এলজিইডি ভবনে জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর উপস্থিতিতে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণের জন্য (সায়েদাবাদ প্রান্তে) এলজিইডি এর পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা -ঢাকা এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান WMCG- NAVANA (JV) এর পক্ষে জনাব ইঞ্জিঃ মোঃ শহিদুল্লাহ, নির্বাহী পরিচালক।

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত